

কৃপা থেকে মুক্ত নন্দিনী হোসেন

২৫ শে মে ২০০৬

মুক্ত চিন্তার, মানবতাবাদি, প্রগতির পক্ষের মানুষ মুক্ত-মনায় আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন জেনে - বুকে কি সেদিন কিছুটা বল পেয়েছিলাম ! হয়ত। অন্তত এই অনুভূতি টুকু হয়েছিল, একা নই! একা নই! বেহেস্ত মুখি ,আত্মসর্বস্ব চিন্তা চেতনার বাইরে মানবতাবাদি বাংলাদেশী বাঙ্গালীদের এক জায়গায় পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচে গিয়েছিলাম সেদিন। ...

মুক্তমনা (www.mukto-mona.com)'র সাথে আমার পরিচয় প্রায় তিন বছরের মতো হবে। রাত দশ এগারটার পর থেকে দুটো অদি ইন্টারনেটে বাংলা পত্রিকা গুলো তন্ন তন্ন করে পড়া ছিল আমার নিত্যকার রুটিন। নেশার মতো ছিল ব্যাপারটা। এক ধরনের অন্তর্মুখি স্বভাবের কারণে,নিজের জগৎ ইচ্ছাকৃত ভাবেই কিছুটা সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিলাম। স্বজাতির অন্তঃস্বার শূন্য বাগাড়ম্বরে যোগ দেওয়ার রুচি কখনই ছিল না। তারপর যদি থাকে কুপমুন্দতার চুরান্ত তাহলে সেখানে তিষ্ঠানো দায় হয়ে পরে !

এমনি একটা সময়ে মুক্ত-মনার সন্ধান পাই। প্রথম দর্শনে সাইটের ডিজাইন (আগের ডিজাইন) তেমন আকর্ষণীয় মনে না হলে ও লেখার মান এবং বিষয় বস্তু আমাকে এতোটা আলোড়িত করে যে আমি অবিভূত হই। অনেকটা আবিষ্কারের মতো ! বাংলাদেশের বাঙ্গালীদের এক নতুন পরিচয়ের দ্বার যেনো উন্মুক্ত হয় আমার সামনে। তার আগে আমার ধারণা ছিল, বাংলাদেশের নাস্তিক মানবতাবাদী বলতে দু একজনই সম্বল। আহমেদ শরীফ, হুমায়ুন আজাদ ,তসলীমা নাসরিন। এই তো ! এখানে কার পথ ভুল কি শুদ্ধ সে বিতর্কে আমি যাচ্ছি না। কিন্তু তাঁরা একেক জন আমার কাছে একেকটি স্তম্ভ। বাংলাদেশে পটভূমিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সু-শিক্ষা বঞ্চিত কুপমুন্দ্রক সমাজে উলটো স্রোতে তরী ভাসাতে হলে অনেক, অ-নে-ক বেশী সাহসী হতে হয়। এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। যাই হোক। এই নাম গুলোর সাথে সম মাত্রার না হলেও, মুক্ত-মনায় নতুন নতুন নামের সংযুক্তি দেখে মনে হয়েছিল, বাঙ্গালীদের মধ্যে টিমটিমে হলে ও একটা আলো জ্বলে উঠছে। অতএব অন্ধকারে ভয় পাওয়ার কোণ কারণ নেই।

মুক্ত চিন্তার, মানবতাবাদি, প্রগতির পক্ষের মানুষ মুক্ত-মনায় আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন জেনে - বুকে কি সেদিন কিছুটা বল পেয়েছিলাম ! হয়ত। অন্তত এই অনুভূতি টুকু হয়েছিল, একা নই! একা নই! বেহেস্ত মুখি ,আত্মসর্বস্ব চিন্তা চেতনার বাইরে মানবতাবাদি বাংলাদেশী বাঙালীদের এক জায়গায় পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচে গিয়েছিলাম সেদিন। কুল কুল একটা হাওয়া বয়ে গিয়েছিল গোপনে কোথাও। অনেকদিন দম বন্ধ করে রাখার পর হঠাৎ শুদ্ধ বাতাস ফুস ফুসে প্রবেশ করলে যেমন হয়, আমার অবস্থা ও হয়েছিল তেমনি। এত গুলো মানুষ একই পথের যাত্রী। একই উদ্দেশ্যে কাজ করছেন। সকল প্রকার কূপমুণ্ডুকতার বিরুদ্ধে তাঁদের যাত্রা। এ যাত্রার জয় তো অবশ্যস্বাবী। যে সমাজে ধর্মের নামে কূপমুণ্ডুকতা গ্রাস করে ফেলছে সব কিছু, ন্যায়, অন্যায়, ঘৃণা, বিদ্বেষ সবই যেখানে জায়েজ ধর্মের নামে, সেই সমাজ থেকেই বেড়িয়ে আসা মানবতাবাদী মানুষদের জয়যাত্রা দেখে অনুপ্রাণিত বোধ করেছি প্রতিনিয়ত।

মুক্ত মনায় প্রবেশ করে আমার অবস্থা প্রথমে হয়েছিল অগাধ সমুদ্রে হাবু ডুবু খাওয়ার মতো। কোন লেখা দিয়ে পড়া শুরু করবো ! এতো এতো উচ্চ মার্গীয় লিখা! জাফর উল্লাহ, অভিজিৎ রায়, আবুল কাশেম,অপার্থিব জামান সহ আর ও কতো কতো নাম! মনে হলো যেন স্বজাতির কুয়ো থেকে মুক্তি পেলাম সেদিন থেকে আক্ষরিক অর্থেই। গল্প কবিতা লিখতাম এক সময়। একটা সময় এসে মনে হলো ঠিক আমার মনের মতো হচ্ছে না। যা বলতে চাই, যা লিখতে চাই তা বলতে পারছি না। লিখালিখি থেকে দূরে সরে গেলাম। একটা হতাশা পেয়ে বসল। দীর্ঘ একটা সময় বিরতি। হাতে বাংলা লিখার ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই যাচ্ছিলাম। মনে হয়েছিল আর কখন ও আমার দ্বারা কিছু লিখা হবে না। মাঝে মাঝে ভিতরে ভিতরে ছটপট করতাম। একটা অস্থিরতা পেয়ে বসলো। যাক, সে সব বাহুল্য কথা। শুধু বোঝাতে চাচ্ছি, মুক্ত-মনা আবার নতুন করে লিখালিখির চেষ্টা তে এক আশির্বাদ হয়ে এসেছিল - আমার জীবনের এই অধ্যায়ে। সব থেকে বড় কথা আমার জীবনে এক নতুন প্রেরণা পেয়েছি। নিজের কথা বলার প্রেরণা। আর কি অদ্ভুত যোগাযোগ ,মুক্ত-মনার খোজ পাওয়ার কিছু আগেই বর্ণসংকটের খোজ পেলাম। এখানে প্রসংগ ক্রমে বর্ণসংকটের কথা ও অবধারিত ভাবে এসে যায়। কারণ বর্ণসংকট না আসলে আমার লিখাটাও হয়তো এতোটা সহজ হতো না। একবার অনেক যোগাড়যন্ত্র করে আটানব্বই এর দিকে কম্পিউটারে বিজয় ইনস্টল করেছিলাম, কিন্তু আমি তেমন সুবিধা করতে পারি নি লিখায়। কিছুদিন বাংলা টাইপ প্রেক্ষিস করে ক্ষান্ত দিয়েছিলাম। যাই হোক। সে দিন মুক্ত-মনায় প্রবেশ করে যেমন মনে হয়েছিল মণি-মুক্তা পেয়ে গেছি, তেমনি আজ ও মনে হয় সেদিনের অনুভূতি আমার মোটেই ভুল ছিল না। মুক্ত-মনা থেকে অনেক কিছু শিখেছি। প্রতিনিয়ত শিখছি, জানছি। মুক্ত-মনা দিনে দিনে চতুর্দিকে তাঁর আলোর আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে আভা সঠিক ভাবেই অন্ধকারে

আঘাত হানছে বলে আমার বিশ্বাস। ভবিষ্যতে ও মুক্ত-মনার আলো দেখে আমরা পথ চলব
এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে মুক্ত-মনার সু-দীর্ঘ জীবন কামনা করছি।

নন্দিনী হোসেন, ইংল্যান্ড প্রবাসী লেখক, সাত্রং (www.satrong.org) এর প্রতিষ্ঠাতা।